R. N. No. 2532/57 Phone No. RGG.112 Regd No.—WB/MSD—4

টেলিফোন : ৩৪-১৫৫২
রিপ্রোডাক্সন সিন্ডিকেট
৭-১, বিধান সরণী, কলিকাতা-৬

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গত শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)

সকলের প্রিয় এবং মুখরোচক
স্পেশাল লাড্ডু
ও
স্লাইজ ব্রেডের
জনপ্রিয় প্রতিষ্ঠান
সতীমা বেকারী
মির্জাপুর
পোঃ ঘোড়শালা (মুর্শিদাবাদ)

৭২শ বর্ষ. ৪৫ শ সংখ্যা

রঘুনাথগঞ্জ ১৯শে চৈত্র বুধবার, ১৩৯২ সাল।
২রা এপ্রিল ১৯৮৬ সাল।

নগদ মূল্য : ২৫ পয়সা
বার্ষিক ১২৲, ১৪৲সডাক

ফেরীঘাট নিয়ে দুই গ্রামের মধ্যে টাগ-অব-ওয়ার

ফরাক্কা : ব্যারেজের লক ক্যানেলের অপর পাড়ে নিশিন্দ্রা গ্রামে যাতায়াতের জন্য একটি ফেরী সার্ভিস এবং ঘোড়াইপাড়ার গ্রামবাসীদের পারাপারের জন্য ক্যানেলের উপর দিয়ে আছে একটি কাঁচা রাস্তা। ১৯৭৪ সালে ঐ ফেরী সার্ভিসটিকে দুটি গ্রামের সুবিধার্থে একটি নির্দিষ্ট স্থানে সরিয়ে আনা হয়। গত ১৬ জানুয়ারী ব্যারেজ কর্তৃপক্ষ লক ক্যানেলের জল প্রবাহের প্রয়োজনে কাঁচা রাস্তাটি ভেঙ্গে দিতে গেলে ঘোড়াইপাড়ার মানুষ বাধা দেন এবং মাটির রাস্তার পরিবর্তে তাঁদের জন্য অপর একটি ফেরী সার্ভিস চালু করার দাবী জানিয়ে বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন কিন্তু ফরাক্কা কর্তৃপক্ষ তাতে রাজী হন না। তাঁদের বক্তব্য, ১৪ জানুয়ারী উভয় গ্রামের প্রভাবশালী ব্যক্তি ও রাজনৈতিক নেতাদের সঙ্গে এক বৈঠকে জেলা প্রশাসন ও ব্যারেজ কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্ত হয় যে উভয় গ্রামের মাঝামাঝি স্থানে একটি মাত্র ফেরী সার্ভিস থাকবে। ঘোড়াইপাড়ার বিক্ষুব্ধ মানুষের অভিযোগ, ঐ বৈঠকে তাঁদের সুবিধা অসুবিধার কথা বিবেচিত হয়নি। অতএব তাঁরা ঐ সিদ্ধান্ত মানবেন না। তাঁরা চান ব্যারেজ অফিস যাবার বড় রাস্তাটি লক ক্যানেল যেখানে এসে মিলেছে সেখানে ফেরী সার্ভিস হোক। কিন্তু মাঝামাঝি হলে সঙ্কীর্ণ ৬নং রাস্তার সংযোগস্থলে হবে। ঘোড়াইপাড়ার অভিযোগ ৬নং সঙ্কীর্ণ রাস্তার মুখে ফেরী সার্ভিস হলে অসংখ্য পারাপারের যাত্রীকে রাস্তার দুপাশের কোয়ার্টারের মাঝ দিয়ে যাতায়াত করতে হবে। সেটা খুবই অসুবিধাজনক। বড় সড়কের মুখে ফেরীঘাট হলে সে অসুবিধা থাকবে না। কিন্তু নিশিন্দ্রার গ্রামবাসীরা তাঁদের দাবীতে অটল। তাঁরা চান ১৪ জানুয়ারীর সিদ্ধান্ত পুরোপুরি কার্যকরী করা হোক। একজন গ্রামবাসী জানালেন, টাগ অব ওয়ার যাঁরা করছেন তাঁরা কিন্তু একবারও ভেবে দেখছেন না যে একমাত্র ঐ দুই গ্রামের অধিবাসীরাই পারাপার করেন না, ঐ ফেরী সার্ভিস ব্যবহার করে বেওয়া, ধরমডাঙ্গা, পলাশী প্রভৃতির লোকজনরা এবং ব্যারেজ অফিসের কর্মীরাও। ঘোড়াইপাড়ার দাবী অনুযায়ী সার্ভিস হলে সকলেরই সুবিধা আর নিশিন্দ্রার দাবী পূর্ণ হলে একমাত্র নিশিন্দ্রা গ্রামেরই সুবিধা হবে। উভয় গ্রামই তাঁদের দাবীতে অটল থাকায় বিরোধ বাড়তে থাকে। ঐ দিনই নিশিন্দ্রার গ্রামবাসীরা বিশাল এক বিক্ষোভ মিছিল নিয়ে আসে। বিক্ষোভ শেষতক এমন আকার ধারণ করে যে পুলিশ লাঠি ও বেয়নেট চার্জ করতে বাধ্য হয়। ফলে ১৭ জানুয়ারী ব্যারেজ সার্কেলের ৪নং এর সুপারইনটেণ্ডিং ইঞ্জিনিয়ারের অফিসের সামনে নিশিন্দ্রার অধিবাসীরা বিক্ষোভ দেখায়। শান্তিপ্রিয় গ্রামবাসীদের অভিমত, এই বিরোধ সহজেই মেটানো যায় দুটি ফেরী সার্ভিস চালু করে। রাজনৈতিক নেতারা কিন্তু সেদিকে না গিয়ে অযথা বিরোধকে বাড়িয়ে তুলছেন। এদিকে ব্যারেজ কর্তৃপক্ষ ও পুলিশ দুই গ্রামের এই বৈরীতার সুযোগে দুটি ফেরী সার্ভিস চালু করা সম্ভব নয় প্রভৃতি অজুহাতে বিরোধে আরোও ইন্ধন যোগাচ্ছেন। দুঃখের কথা দুই গ্রামের সি, পি এম নেতৃত্বও নিজের নিজের গ্রামের দাবীকে সমর্থন দিয়ে অবস্থা জটিল করে তুলছেন। অবশ্য শেষ পর্য্যন্ত ব্যারেজ কর্তৃপক্ষও বিক্ষোভ সামাল দিতে আপাততঃ দুটি ফেরী চালু করতে বাধ্য হয়েছেন। পারাপারে টোলও তুলে দিয়েছেন। ২৪ জানুয়ারী থেকে মাটির রাস্তা কাটার কাজ শুরু হয়েছে। কিন্তু ঐ বৈরীতার অবসান হয়েছে বলা যায় না। শোনা যাচ্ছে কিছু সমাজবিরোধী এরই সুযোগ নিয়ে সাম্প্রদায়িক অশান্তি সৃষ্টির চক্রান্ত করছে। রাজনৈতিক নেতৃত্বের এখন প্রধান কর্তব্য এ বিরোধের আশু সমাধান করা।

রবীন্দ্রভবনে ঘুঘুর বাসা

রঘুনাথগঞ্জ : জঙ্গিপুর ও রঘুনাথগঞ্জ শহরে কোন পাবলিক হল বা প্রেক্ষাগার নাই। আশাকরা গিয়েছিল যে "রবীন্দ্রভবন" নির্মাণ সমাপ্ত হলে শহরের এই অভাবটি পূরণ করবে। কিন্তু তা বোধহয় হবার নয়। রবীন্দ্রভবনের যে কমিটি তৈরি হয়েছিল তা কিভাবে তৈরি হয়েছিল, কাদের নিয়ে তৈরি হয়েছিল, কতদিনের জন্য তৈরি হয়েছিল জনসাধারণের তা জানার কোন সুযোগ নাই। তবে রবীন্দ্রভবনের কোটরে যে কিছু ঘুঘু বাসা বেঁধেছে তা সকলেরই চোখে পড়ছে। রবীন্দ্রভবন কিভাবে তাড়াতাড়ি তৈরি করে কার্যোপযোগী করা যায় তার চেয়ে রবীন্দ্রভবন নির্মাণ দীর্ঘদিন ফেলে রেখে ইট কাঠ, সিমেন্ট টিন ইত্যাদি কিভাবে পাচার করা যায় সে দিকেই কিছু ঘুঘুর শ্যেনদৃষ্টি। ফলে বছরের পর বছর রবীন্দ্রভবনের ইঁট, কাঠ, সিমেন্ট সব পড়ে থেকে নষ্ট হয়, কাজ শেষ হয় না। অথচ কোন কোন ঘুঘুর নিজের বাড়ী বা বন্ধুর বাড়ী চোখের উপর দেখতে দেখতে তৈরি হয়ে যায়।

জঙ্গিপুরের মহকুমা শাসকমশায় কি স্বার্থদুষ্ট জংধরা বল্টু খুলে ফেলে রবীন্দ্রভবনের ঘুঘুর বাসা ভেঙ্গে শহরের দায়িত্বশীল ও সংস্কৃতিবান নাগরিকদের নিয়ে রবীন্দ্রভবন কমিটি পুনর্গঠন করতে পারবেন ?

বামফ্রন্ট সরকারের অষ্টমবর্ষ পূর্তি উৎসব

রঘুনাথগঞ্জ : গত ২১ ও ২২ মার্চ স্থানীয় রবীন্দ্রভবনে বামফ্রন্ট সরকারের অষ্টম বর্ষ পূর্তি উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন জেলা পরিষদের সভাধিপতি নির্মল মুখোপাধ্যায়। সভাপতিত্ব করেন মহকুমা শাসক ত্রিলোচন সিং। উদ্বোধক শ্রীমুখার্জী ও সভাপতি শ্রীসিং তাঁদের ভাষণে বামফ্রন্ট সরকারের উন্নয়নমূলক কাজের কথা বর্ণনা করেন। প্রথম দিন জঙ্গিপুর শাখা গণনাট্য সংঘের সভ্যদের গণসঙ্গীত ও চাঁদপাড়া আদিবাসী উন্নয়ন সমিতির সভ্যদের লোকনৃত্য প্রদর্শিত হয়। সাম্প্রদায়িকতা ও বিচ্ছিন্নতাবাদের উপর এক মনোজ্ঞ আলোচনাচক্রও অনুষ্ঠিত হয়। অধ্যাপক মহঃ উকিলুদ্দিন, অজিত মুখার্জী ও কাশীনাথ ভকত আলোচনাচক্রে অংশগ্রহণ করেন। পরে উৎপল দত্তের ঝড় ছায়াছবিটি প্রদর্শিত হয়। দ্বিতীয় দিন আবৃত্তি প্রতিযোগিতায় ১৪ বছরের কমের জন্য দীনেশ দাশের "কাস্তে" ও ১৪ বছরের উপরের জন্য সুকান্তের "আঠারো বছর বয়স" কবিতা পাঠ ও "সভার মতে মাতৃভাষাই শিক্ষার মাধ্যম হওয়া উচিৎ" বিষয়বস্তু নিয়ে বিতর্ক প্রতিযোগিতা হয়। পরে ভারতীয় গণনাট্য সংঘের সভ্যরা সঙ্গীত ও নাটক পরিবেশন করেন।

শুভ নববর্ষে মহকুমাবাসীর সুখ সমৃদ্ধি কামনা করছি
এবারেও নতুন বছরের খাতাপত্র ও অন্যান্য সামগ্রীর বিপুল আয়োজন আমরা করেছি
পণ্ডিত ষ্টেশনারস, রঘুনাথগঞ্জ

ডায়মণ্ড বেকারী
রঘুনাথগঞ্জ ॥ মুর্শিদাবাদ
ভ্যারাইটিজ পাউরুটি ও বিস্কুট
প্রস্তুতকারক

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ

১৯শে চৈত্র বুধবার, ১৩৯২ সাল

জ্যোতির্ম্ময় পুরুষ শ্রীচৈতন্যকে তাঁহার পঞ্চশত জন্মবর্ষপূর্ত্তিতে প্রণাম জানাই এবং তাঁহার নিকটে হতাশাক্লিষ্ট মানুষের পক্ষ হইতে প্রার্থনা জানাই :

"সকল কলুষ-তামস হর
জয় হোক তব জয়,
অমৃত বারি সিঞ্চন কর
নিখিল ভুবনময়।
জ্ঞানসূর্য উদয় ভাতি
ধ্বংস করুক তিমির রাতি
দুঃসহ দু স্বপ্ন ঘাতি
অপগত কর ভয়।"

ভিন্ন চোখে

আজ ভারতবর্ষের বিভিন্ন রাজনৈতিক শিবিরের কর্মকর্তারা তাঁদের ভাষণের বয়ানে বিচ্ছিন্নতাবাদের কথা বলছেন। অশিক্ষা, সংকীর্ণ প্রাদেশিকতা, ভাষাগত ও ধর্মগত গোঁড়ামি, সাম্প্রদায়িকতা, জাতিভেদ প্রথা প্রভৃতি উপাদানগুলি বিচ্ছিন্নতাবাদকে পুষ্ট করছে। ফলে জাতীয় সংহতি বিপন্ন হয়ে পড়ছে। (যদিও ভারতবর্ষে জাতীয় সংহতির অভাব প্রথম থেকেই ছিল।) এই বিচ্ছিন্নতাবাদের বিরুদ্ধে আজ থেকে পাঁচশত বৎসর পূর্বে আমাদের ঘরের এক ছেলে জেহাদ ঘোষণা করেছিলেন। এক নূতন ধর্মমত প্রতিষ্ঠা করে বলতে চেয়েছিলেন প্রেম ও ধর্মের কোন জাতি নাই। সবার উপরে মানুষ সত্য। অস্পৃশ্য, অচ্ছুৎ থেকে ব্রাহ্মণ, যবন সকলস্তরের মানুষকে এক আদর্শের পতাকার নীচে সমবেত করতে পেরেছিলেন। তাঁর সার্বজনীন প্রেম ধর্মের প্রভাবে সমাজে সাম্য ও ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। তিনি তাঁর হৃদয়ের প্রেম ও ভালোবাসার সাহায্যে সমাজের সকলকে নবজীবনে উত্তরিত করেছিলেন। হাজার হাজার লাঞ্ছিত, অসহায় সাধারণ মানুষ সেদিন একত্রিত হয়েছিলেন তাঁর প্রেম ও সমদর্শনভিত্তিক আন্দোলনের মধ্যে। আজ পঞ্চশত বার্ষিকীর আলোকে সেই মহামানবকে আমরা বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে স্মরণ করছি। যদি আমরা আজ বিচ্ছিন্নতাবাদ থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত হতে পারি তবেই তাঁকে প্রকৃত শ্রদ্ধা জানানো হবে। তা না হলে এই সমস্ত নাম গানের অনুষ্ঠান প্রহসনের নামান্তরমাত্র।

—মণি সেন

শ্রীচৈতন্যের পাঁচশো বছর

সাধনকুমার দাস

আজ থেকে ঠিক পাঁচশো বছর আগে এমনি দোলপূর্ণিমা। নবদ্বীপে শচীদেবীর কোল আলো করে এলো এক শিশু। এই শিশুই নিমাই—গৌরাঙ্গ—পরবর্ত্তীকালে শ্রীচৈতন্য। নবদ্বীপ হলো ধন্য, সারা দেশের নূতন সংস্কৃতির পুণ্যতীর্থ। তাঁর দিব্যদ্যুতি মধ্যযুগীয় অন্ধকারে নূতন আলোর বার্তা নিয়ে এলো। শুধু মধ্যযুগ নয়, তাঁর স্নিগ্ধমধুর আলোকধারায় আজও আমরা চেতনে-অবচেতনে নিয়ত স্নাত হচ্ছি।

তখন রাজনৈতিক অরাজকতার কাল। ধর্ম ও সম্প্রদায়ের বিভেদের বিচ্ছিন্ন দ্বীপ দেশের সর্বত্র জেগে উঠছে। এইসময় এলেন তিনি। তাঁর ভক্তি ও প্রেমের দু-কূলপ্লাবী জোয়ারে সেই সমস্ত বিভেদের দ্বীপ একাকার হয়ে গেলো— নবদ্বীপকে কেন্দ্র করে সারা দেশে তখন চৈতন্যপ্লাবন! সাম্যের এমন যুগপুরুষ দেশের ইতিহাসে বিরল।

চৈতন্যদেব নিজে সাহিত্যসৃষ্টি না করলেও তাঁর প্রেম ও মানবতার পুণ্য গঙ্গোদকে উর্বরা হয়েছে সাহিত্য সংস্কৃতির বিস্তীর্ণ প্রান্তর। তাঁর ভক্তিরসসিক্ত দিব্যজীবনধারা অবলম্বনে রচিত হয়েছে চৈতন্যজীবনীকাব্য ; ষড়গোস্বামীদের দ্বারা রচিত হয়েছে নাটক, কাব্য, রসতত্ত্ব ও অলংকারশাস্ত্র ; বৈষ্ণব সাহিত্যের নন্দনকাননে ফুটে উঠেছে চৈতন্যরসপুষ্ট অজস্র পারিজাত। রাধাভাবদ্যুতি সুবলিত চৈতন্যদেবের আবির্ভাবে বৈষ্ণব দর্শন পেলো নতুন মাত্রা, বৈষ্ণব পদাবলীতে সংযোজিত হল গৌরচন্দ্রিকা, সঙ্গীতের বাগানে ফুটে উঠল নূতন কুসুম—কীর্ত্তনগান।

এককথায় শুধু ধর্মীয় ক্ষেত্রে নয়, সাহিত্য-সংস্কৃতি-প্রেম-মানবতা সাম্য ও মৈত্রী সকল ক্ষেত্রে তাঁর অনিবার্য প্রভাবকে স্বীকার করতেই হবে। তাই এই বিপ্লবকে অনেকে ইউরোপীয় রেনেসাঁসের সঙ্গে তুলনা করতে চান। তাঁদের মতে, এই জাগরণের অর্থ চিন্তাশক্তি, হৃদয়বৃত্ত ও অধ্যাত্মচেতনার অভিনব বিকাশ। ইউরোপীয় রেনেসাঁস যদি ইউরোপের সংস্কৃতি, জীবন চিত্তপ্রবাহ ও জ্ঞানবিজ্ঞানের সম্প্রসারণে সাহায্য করে থাকে, তাহলে ষোড়শ শতাব্দীর চৈতন্য প্রভাবিত যুগও বাংলা সাহিত্য ও বাঙালী মানসকে একটা বিশাল বিচিত্র ও বিস্ময়কর জীবনাবেগে উদ্বুদ্ধ করেছিল।

তাই চৈতন্যদেব শুধু একজন ব্যক্তি নন, কোনো একটি যুগের প্রতিনিধিও নন, সর্বযুগের সর্বকালের প্রেম ও মানবতার, ত্যাগ ও তিতিক্ষার মূর্ত্ত প্রতীক।

আজ রাজনৈতিক ও সামাজিক সংকটের দিনে বিভেদকামী শক্তি যখন মাথাচাড়া দিয়ে উঠছে দেশের সর্বত্র, তখন নতুন করে আবার তাঁর সাম্য ও প্রেম ভক্তির আদর্শে দীক্ষা নেওয়ার সময় এসেছে। তাঁরই অমৃতময় প্রেমের উত্তরীয়তলে আজ আবার আমরা সকলে সমবেত হই, তাঁর জন্মতিথির পাঁচশো বছরের প্রান্তে এই হোক আমাদের অঙ্গীকার।

মহাপ্রভু পাঁচশো

সত্যনারায়ণ ভকত

(নবদ্বীপ থেকে ফিরে) : উনিশ শো ছিয়াশির দোল পূর্ণিমা। সন্ধ্যা ঠিক পাঁচটা ছিচল্লিশ মিনিট। খোল করতাল, শাঁখ, উলুধ্বনি আর গৌরহরি হরিবোল, গৌরসুন্দরের জন্মলগ্ন ঘোষিত হল নবদ্বীপের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্তে। পাঁচশততম জন্মলগ্ন—তাই পাঁচশ প্রদীপ জ্বালানো হল বাড়ীতে বাড়ীতে। সেই মুহূর্তে নবদ্বীপের আকাশ বাতাস হল মুখরিত, লক্ষ লক্ষ ভক্ত হৃদয় হল শিহরিত। শান্তিপুর ডুবু ডুবু নদে ভেসে যায়—এই প্রবাদ বাক্য হল মহাপ্রভুর মহাতীর্থের রাস্তায় রাস্তায়, মন্দিরে মন্দিরে প্রতিধ্বনিত।

শ্রীবাস অঙ্গনের কথক ঠাকুর কয়েকদিন ধরেই পাঠ অন্তে বাড়ীতে বাড়ীতে বলে বেড়াচ্ছিলেন গৌরসুন্দরের জন্মলগ্নে শাঁখ বাজিয়ে পাঁচটি করে বাতাসা, সুপারি, ধূপবাতি আর তুলসী পাতা দিয়ে ভক্ত হৃদয়ে পুনরাবির্ভাবের জন্য ভক্ত সীতানাথের মত যেন প্রভুর কাছে আকুল আবেদন জানানো হয়। ভক্তরা কথক ঠাকুরের আবেদনে সাড়া দিয়ে তাই করেছেন সেই মুহূর্তে। যে হাতে বোমা বানায়, যে হাতে পাইপগান চালায়, সেই হাত সেই মুহূর্তে রেষারেষি ভুলে গিয়ে হরিনামে মত্ত হয়েছে। এক পাড়া থেকে অন্য পাড়ায় যাওয়ার বিধিনিষেধ ভুলে গিয়ে আবিরে আবিরে ছড়িয়ে দিয়েছে প্রেম ও সাম্যের বাণী। সাম্যবাদী সেই বিপ্লবীর প্রভাব এই পাঁচশ বছরের ব্যবধানে এতটুকু ম্লান হয়নি। এখনকার রাজনীতিবিদদের অবাক করেছে এই মহামিলনের দৃশ্য। সামনে পুরসভার নির্বাচনের কথা ভুলে গিয়ে নবদ্বীপের দেওয়ালগুলিতে প্রচারিত হয়েছে এই পরম পুরুষের বাণী।

গত বছর দোল পূর্ণিমায় মহাপ্রভুর জন্মস্থান প্রাচীন মায়াপুরে পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল যে উৎসবের সূচনা করেছিলেন, এবার দোল পূর্ণিমায় সেই পাঁচশততম বর্ষপূর্তি উৎসব সমাপ্ত হল পৃথিবী ব্যাপী। মহাপ্রভু বলেছিলেন, 'একদিন প্রতিটি গ্রামে প্রচারিত হবে হরিনাম'—হয়েছে। মহাপ্রভু বলেছিলেন, 'মন্দিরের প্রয়োজন নাই, বিগ্রহে প্রয়োজন নাই, শুধু দুই হাত তুলে করতালি দিয়েই হরিনাম করা যায়।— শেষ (৪র্থ পৃষ্ঠায়)

সমকালীন প্রেক্ষাপটে শ্রীচৈতন্যদেব

ধূর্জটি বন্দ্যোপাধ্যায়

এক বিংশ শতাব্দীর প্রায় দ্বারপ্রান্তে উপনীত হওয়ার কিছু আগে, যখন সভ্যতা ও সংস্কৃতি ; বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি, যুক্তিবাদ ও চেতনাবোধ চরম উৎকর্ষের পাদপীঠে সমাসীন, তখন সমাজ ও জীবনের গোপন অলিন্দে অলিন্দে রয়ে গিয়েছে মানুষের স্বার্থে স্বার্থে সংঘাত, 'মানুষ অন্তর উন্মত্ত হুহুঙ্কার', সভ্যতা নাগিনীর উদ্ধত কুটিল ফণা বিস্তার আর অস্ত্রে অস্ত্রে ভয়ংকরী মরণের উন্মাদ রাগিনী বিস্তার। মদ-গর্বী শক্তিশালী মানুষ আজ অবিবেকের যূপকাষ্ঠে বিবেক শুভবুদ্ধিকে বলি দিতে যেন উদ্যত। ভেদবুদ্ধি আজও অব্যাহত গতি। সভ্য নামধারী মানুষের অন্তর তলদেশ আজও হিংসার বিষ বাষ্পে ভরা ; ক্ষুদ্রতা, নীচতা, অস্পৃশ্যতা বিচ্ছিন্নতা গুপ্ত সর্প ফণার মত প্রচ্ছন্ন অথচ প্রকাশোন্মুখ।

দেশ ও জাতির জীবনে শ্রীচৈতন্যের ভাবময় সত্তার আবির্ভাব আজ বেশী করে প্রয়োজন যিনি বিচ্ছিন্নতার মধ্যে সংহতি, অনৈক্যের মধ্যে ঐক্য, বিভেদের মধ্যে মিলনের মহান বাণী একদা বহন করে এনেছিলেন এবং সমকালীন মানুষের হৃদয়কে তারই কল্যাণী রস ধারায় অভিষিক্ত করে তুলেছিলেন এবং তাদেরকে ভ্রাতৃত্ববোধে উদ্বোধিত করেছিলেন।

শ্রীচৈতন্য ছিলেন অলোক সামান্য বাঙালীর হৃদয় মন্থন জাত অমৃতময় পুরুষ। পঞ্চদশ শতকের শেষ পাদে হয়েছিল তাঁর তিমির বিদারী উদার অভ্যুদয়। হয়তো সেদিন মর্ত্তধূলির ঘাসে ঘাসে জেগেছিল রোমাঞ্চ। কিন্তু মানুষের মাঝে তাঁর জ্যোতির্ময় আবির্ভাব এনেছিল চেতনার বিরাট জোয়ার, কূলপ্লাবী বন্যা। তিনি হলেন কলুষনাশন জ্যোতির্ময় ব্যক্তিত্ব। তিনি সেদিন বহন করে এনেছিলেন বিপন্ন মানুষের জন্য অমৃত বারি সিঞ্চন করা বাণী। অমল মনুষ্যত্ববোধে আলোকিত ছিল তাঁর অন্তরাত্মা। তাঁর মানবতায় ছিল শ্রেয় এবং প্রেয় বোধ। মধ্যযুগে যখন মানুষ সংস্কারের নিগড়ে আবদ্ধ, ধর্মান্ধতা যখন প্রবলরূপে মূর্ত্তিমান, ক্ষুদ্রতা-সংকীর্ণতা-জাতিভেদ যখন প্রচণ্ডরূপে বর্ত্তমান তখন বাংলাদেশে তিনিই মানবতাবাদের প্রথম প্রবক্তা হিসাবে অধঃপতিত নৈতিকতা হতে স্খলিত, ব্যাভিচার গ্রস্থ মানুষকে শোনালেন মানবপ্রেমের শাশ্বত বাণী। তাঁর কাছে 'সবার উপরে মানুষ ছিল সত্য।' তাঁর মানব চিন্তা সমকালের সমতটের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না। তাঁর ভাবনা কালের হয়েও কালাতীত ছিল। তাঁর প্রসারিত দৃষ্টির আলো সমকালের সীমারেখা পেরিয়ে কালান্তরের, যুগযুগ ধাবিত মানবযাত্রীর প্রতি এসে পড়েছে।

শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাবের পূর্ব প্রেক্ষাপটের প্রতি নজর ফেরালে দেখা যাবে—সারা দেশের বুকে ধর্ম্মীয় তমসাচ্ছন্নতা। মানুষ সেদিন ভোগবাদী এবং ভোগ সর্ব্বস্ব। ব্যক্তি তথা সমাজ জীবনের রন্ধ্রে রন্ধ্রে তখন দুর্নীতির প্রশ্রয়। চারিদিকে নীতি নিয়মের অন্তঃসার শূন্যতা। মধ্যযুগীয় শাস্ত্রীয় অনুশাসনের তখন ছিল প্রচণ্ড দাপাদাপি। অর্থহীন লোকাচারের নির্ব্বিচার দৌরাত্ম্য। তীব্র জাতিভেদের আত্মপ্রকাশ, তান্ত্রিক সাধন পদ্ধতির বিকাশ, ঐহিক ভোগসুখের প্রতি ঐকান্তিক আস্পৃহা। নিম্নের উদ্ধৃতি হতে তার সমর্থন মেলে।

"ধর্মাধর্ম লোকে সবে এই মাত্র জানে।
মঙ্গলচণ্ডীর গীতে করে জাগরণে।
দম্ভকরি বিষ হরি পূজে কোন জন
পুত্তলি করয়ে কেহ দিয়া বহু ধন।
বাশুলি পূজায় কেহ নানা উপাচারে
মদ্য মাংস দিয়া কেহ যক্ষ পূজা করে।"

ত্রয়োদশ শতকের গোড়ার দিকে এ দেশে তুর্কী আক্রমণ হয়। তার ফলে সমাজ জীবনে একটা বিপর্য্যয় নেমে এসেছিল। সে সময় বর্ণাশ্রম ধর্মের বন্ধন যেন শক্ত হতে থাকে। জাতিভেদের জাতীয় পর্য্যুদস্ত হতে থাকে সমাজের নীচেতলার সাধারণ মানুষ। শুষ্ক পুঁথির পাতায় লিখিত অনুশাসনের অত্যাচার বড় নির্মম হয়ে উঠেছিল। ভোগের মধ্যে মানুষ ভুলে ছিল ভগবানকে। তখনকার একটি লেখায় দেখা যায় :

"কেহ পাপে কেহ পুণ্যে করে বিষয় ভোগ
ভক্তি গন্ধ নাহি তাতে যায় ভবরোগ।"

তখন পণ্ডিত ঘৃণা করতে নমূর্খকে ; ধনাঢ্য ঐশ্বর্য্যের অহঙ্কারে অবজ্ঞা করতেন নিধর্নকে ; বর্ণশ্রেষ্ঠরা তুচ্ছ-তাচ্ছিল্যবোধ করতেন সমাজের নীচকুলোদ্ভবকে। মানুষ মানুষের প্রাণের ঠাকুরকে করতো ঘৃণা ; দরিদ্রের নারায়ণে করতো অনাদর ও অপমান। অস্পৃশ্য ও অন্ত্যজ বলে সমাজের নীচেতলার মানুষ-দের ছোঁয়া তো দূরের কথা ছায়াও মাড়াতেন না গর্ব্বোদ্ধত বর্ণশ্রেষ্ঠরা।

দেশ ও জাতির এমন এক সংকটের কালে তিমির হননের দুর্জয় শক্তি নিয়ে এসেছিলেন তমোঘ্ন শ্রীচৈতন্য দেব। অবজ্ঞার তাপে শুষ্ক মানুষের হৃদয় ভূমিতে সিঞ্চন করলেন তার অন্তর কমণ্ডলু হতে করুণা বারি ধারা। প্রাণহীন মানুষের মর্তলোকে সঞ্চারিত করলেন বরাভয়। বেদনার্ত্ত ও অত্যাচারিতদের দিলেন সান্ত্বনা ; আতুর—অনিকেতকে দিলেন আশ্রয় ; কুষ্ঠ রাগীকে করলেন উষ্ণ আলিঙ্গন ; জীবে দিলেন প্রেম ; প্রেমে বাঁধলেন মানুষকে. বাঁধলেন ভগবানকে। তাঁর প্রেমের বন্যায় নদীয়া, শান্তিপুর হাবুডুবু খেলো ; সেই বন্যায় ভেসে গেল যুগসঞ্চিত জাতিভেদের বাছ বিচার। তিনি শোনালেন মানুষকে কৃষ্ণনামের যাদুমন্ত্র ? দেখালেন তার ঐশী শক্তি। সব ভেদাভেদ ভুলে যাওয়ার কথা বল্লেন আর শোনালেন অমৃত বাণী : "মানুষে মানুষে বর্ণে বর্ণে জাতিতে জাতিতে কোন পার্থক্য নাই। সব বড় কথা ভগবানকে ভালোবাস। তার প্রতি ভক্তিমান হও। .. মানুষ জন্মের সার্থকতা জাতি, পাণ্ডিত্য, অর্থ-সম্পদে নয়, মনুষ্যত্বই মানুষের শ্রেষ্ঠ ধর্ম।" 'চণ্ডালোপি দ্বিজশ্রেষ্ঠ হরি ভক্তি পরায়ণ' ; 'মুচিও শুচি হয় যদি কৃষ্ণ ভজে'—ভোগাচ্ছন্ন-ভেদবুদ্ধি সমার্থ অন্ধ মানুষকে শোনালেন তিনি কৃষ্ণপ্রেমের কথা। তাঁর নবপ্রবর্তিত এই প্রেম ধর্মে ঘটলো বাঙালীর চিত্ত জাগৃতি। বাঙ্গালীর খণ্ড ছিন্ন বিক্ষিপ্ত মানস ভূমিতে তি নি প্রতিষ্ঠা করলেন তাঁর প্রেমবাদ, ভক্তিবাদ। যার লক্ষ্য হলো মনুষ্যের চিৎপ্রকর্ষের উন্নতি সাধন। জাতি ধর্ম নির্ব্বিশেষে সকল মানুষের মধ্যে মিলন-মৈত্রী সাধন। ব্রাহ্মণ্য শাসিত সমাজে তাঁর এই অমৃত নিস্যন্দী বাণী ব্রাত্য মানুষদের মনকে অভিভূত করে তুললো। যুগের আচার সর্ব্বস্ব সমাজের বুকে দাঁড়িয়ে তিনি যখন হরিদাসকে আপন হৃদয়ের সিংহাসনে ঠাকুর হরিদাসরূপে প্রেম-ভ্রাতৃত্বের রসধারায় অভি-ষিক্ত করলেন। সমাজ সংস্কারক হিসাবে শ্রীচৈতন্যদেব সেদিনের সমাজে এক সামাজিক বিপ্লব ঘটালেন। তিনি মনে করতেন—মানুষ হিসাবে মানুষের এক মর্য্যাদা আছে, সেই মানবিকবোধকে তিনি সম্মানিত করলেন। শ্রীচৈতন্যদেবের দৃষ্টিতে ও মননে ছিল আশ্চর্য্য সহনশীলতা ও সহমর্মিতা। তিনি বলতেন—'-নিজের ধর্মকে যেমন ভালোবাসবে অপরের ধর্মকেও তেমনি শ্রদ্ধা করবে। দেবতাকে অশ্রদ্ধা করে মানুষকে বেদনা দিতে নাই। সব মানুষ যেমন সমান, সব দেবতাও তেমনি সমান।"

শ্রীচৈতন্যদেবের মধ্যে ঘটেছিল দুই সত্তার অপূর্ব্ব সম্মিলন। তাঁর সাধনার এক কোটিতে ছিল আধ্যাত্মিকতা এবং মুমুক্ষা অপর কোটিতে ছিল মানুষের জন্য ঐক্য সংহতি, ভ্রাতৃত্ব ও কল্যাণ কামনা। তাঁর ধর্মাচরণে ছিল দুটো রূপ—বহিরঙ্গ ও অন্তরঙ্গ।

'বহিরঙ্গ সঙ্গে করে নাম সংকীর্ত্তন
অন্তরঙ্গ সঙ্গে লীলা রস আস্বাদন।'

অন্তরঙ্গে তিনি ছিলেন রাধাকৃষ্ণের লীলারস আস্বাদনকারী। এ রূপে তিনি ছিলেন 'রাধাভাব দ্যুতি সুবলিত কৃষ্ণ স্বরূপা।' অন্যদিকে তিনি ছিলেন মানুষের মিলন সাধক। তাঁর অঙ্গনে ছিল না কোন জাতি ভেদের বালাই, সবাই ছিল তাঁর কাছে সমান। তাঁর প্রেমের ধর্মে উদ্বুদ্ধ হয়ে তাঁর পাশে এসেছিলেন তদানীন্তন বাংলার সুলতান হুসেন শাহের অমাত্য রূপ ও সনাতন ; সাকর মল্লিক ও দবির খান। নগর কোটাল জগাই-মাধাই ছিল ব্যাভিচারী। তারাও একদিন নিত্যানন্দের প্রতি কলসী নিক্ষেপ করার অপরাধে ক্ষমাপ্রার্থী হলেন। শ্রীচৈতন্যদেব তাদের আলিঙ্গন দিয়ে প্রেম পাশে বাঁধলেন। তাঁর মানব প্রেমের আশ্চর্য্য শক্তিতে দানব হলো মানব। যৌবন জলতরঙ্গের মত ভক্তিপ্রেম-মানবতার জোয়ারও যেন বাংলাদেশের মানুষের মনের উপকূল ছাপিয়ে তুলল। শ্রীচৈতন্য প্রবর্ত্তিত নামগানে মুখরিত হলো নবদ্বীপের তথা সারা বাংলার আকাশ বাতাস। শিথিল হতে লাগলো ভেদের মিথ্যা বন্ধন। মুছে যেতে লাগলো জাতিধর্মের সংকীর্ণ গোঁড়ামি। কিন্তু রক্ষণশীল সমাজপতিদের চোখে এটা ভাল ঠেকলো না। তারা নামসংকীর্ত্তনকে মনে করলো একটা উপদ্রব, একজন পাগলের পাগলামি। তারা চাঁদ কাজীর কাছে শ্রীচৈতন্যের বিরুদ্ধে অভিযোগ করলে। শাসক শক্তি তাঁকে বিরত থাকতে বল্লেন। কিন্তু তিনি এ অন্যায়কে মেনে নিতে পারলেন না। সংগঠন করলেন তারই প্রতিবাদে নগর সংকীর্ত্তন। এ যেন বিশাল গণ আন্দোলন। এ আন্দোলনে ঘোষিত হলো মানুষের জয়। জয়ী হলো গণ-আন্দোলন। মধ্যযুগে ধর্মান্ধতা, সংকীর্ণতার দিনে শ্রীচৈতন্যদেবেই ছিলেন এই আন্দোলনের প্রথম পথিকৃৎ।

মোটর ট্রান্সপোর্ট কর্মী ইউনিয়নের সম্মেলন

ধুলিয়ান : গত ৩০ মার্চ স্থানীয় বাসষ্ট্যাণ্ডের সামনে জঙ্গিপুর সাবডিভিসন্যাল মোটর ট্রান্সপোর্ট ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের বার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সভার প্রধান বক্তা ছিলেন ইউ; টি, ইউ, সি (লেলিন সরণী)-র জেলা সম্পাদক অচিন্ত্য সিংহ। সম্মেলনে বিভিন্ন বক্তা গতানুগতিক দাবীদাওয়া উত্থাপনের পথ ছেড়ে দেশের বর্ত্তমান রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করে সমূহ অবক্ষয়ের কারণগুলির সুষ্ঠু ব্যাখ্যা করেন। মোটর কর্মীদের এক বিশাল মিছিল শহর পরিক্রমা করে। বক্তাদের মধ্যে অন্যান্যরা হলেন আবদুস সঈদ, আবদুল খালেক ও সিদ্দিক হোসেন। সম্মেলন পরিচালনার নতুন এই ধারাটি সকলেরই মুগ্ধ দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

মহাপ্রভু পাঁচশো

(২য় পৃষ্ঠার পর) লক্ষ ভক্ত তাই করেছে। হরিনাম সংকীর্ত্তন নবদ্বীপের পঁচাত্তর এবং মায়াপুরের চৌদ্দটি মন্দিরের চৌহদ্দি ছাড়িয়ে শহরের সর্বত্র হয়েছে। সতের লক্ষ ভক্ত হৃদয় প্রেমের মন্ত্রে উদ্বেল হয়েছে। এই প্রাচীন মায়াপুরেই ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপিত হয়েছে চৈতন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের। স্থাপন করেছেন ভারতের উপরাষ্ট্রপতি।

জলছত্র, প্রাথমিক চিকিৎসা, যাত্রী শিবির, স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানগুলির তৎপরতা, ঘাট পারাপারের জন্য চারটি লঞ্চ, দুর্ঘটনা এড়াবার জন্য ছটি লাইফ বোট, তিন হাজার পুলিশ এবং সতের লক্ষ যাত্রীর উপস্থিতিতে নিরুপদ্রবে এবং নিঃশব্দে এই উৎসবে যেন বিপ্লব ঘটে গেল নবদ্বীপে। পাইপগান-বোমার আতঙ্ক নগরী নবদ্বীপে এই সেইদিনও জগাই-মাধাইদের প্রতাপ ছিল অব্যাহত। চৈতন্য নামের যাদু সেই আতঙ্ককে করেছে প্রতিহত। বিশ্বব্যাপী বর্তমান দুর্দিনে তাঁকে আজ বড় প্রয়োজন। যে নাম হবে বিশ্বশান্তির সহায়ক সেই নাম গৌরাঙ্গ বা চৈতন্য মহাপ্রভু।

হিমুলদানা (গো খাদ্য)

* কম খরচ * অধিক দুধ
* ভাল স্বাস্থ্য

প্রস্তুতকারক : হিমুল ক্যাটল ফিড প্লান্ট
শিলিগুড়ি, দার্জিলিং
(Govt. undertaking)
জঙ্গিপুর মহকুমার প্রত্যেক ব্লকে ডিলার অত্যাবশ্যক। শুধু ফরাক্কা, ধুলিয়ান বাদ থাকিবে।
যোগাযোগ করুন :
একমাত্র পরিবেশক :
চিত্তরঞ্জন সাহা
গরুহাট, ধুলিয়ান, মুর্শিদাবাদ

সেলট্যাক্স, ইনকামট্যাক্স ও প্রফেসান ট্যাক্স বিষয়ে খোঁজ করুন।
যোগাযোগের স্থান :
হীরেন্দ্রনাথ দাস (হীরু)
C/o এম, পি, বস্ত্রালয়
রঘুনাথগঞ্জ বাঁধাঘাট
ফোন নং—আর, জি, জি-১২১

হারাইয়াছে

গত ৩০ মার্চ্চ জঙ্গিপুর বাবুবাজার থেকে বড়বাগান যাওয়ার পথে আমার কাছ থেকে স্বল্প সঞ্চয়ের কিছু কাগজ-পত্র ও দুটি এন, এস সার্টিফিকেট হারিয়ে গিয়েছে। কোন ব্যক্তি পেয়ে থাকলে নিচের ঠিকানায় ফেরত দিলে কৃতজ্ঞ থাকব।

বিশ্বরূপ দাস
জঙ্গিপুর, বাবুবাজার

নিখুঁত টিভি

প্যানোরামা

এক বছরের গ্যারান্টিসহ

বিক্রেতা :

টেলিষ্টার ইলেকট্রনিক্স

রঘুনাথগঞ্জ, ফুলতলা, মুর্শিদাবাদ

বিঃ দ্রঃ টিভি সারভিসিং করা হয়।

ফ্রি সেলে নন লেভি এ সি সি সিমেন্ট রঘুনাথগঞ্জ ও জঙ্গিপুরে আমরা সরবরাহ করে থাকি
কোম্পানীর অনুমোদিত ডিলার
ইউনাইটেড ট্রেডিং কোং
প্রোঃ রতনলাল জৈন
পোঃ জঙ্গিপুর (মুর্শিদাবাদ)
ফোন: জঙ্গি ২৭, রঘু ১০৭

ফোন : ১১৫
কলের প্রিয় এবং বাজারের সেরা
ভারত বেকারীর শ্লাইজ ব্রেড
মিয়াপুর * ঘোড়শালা * মুর্শিদাবাদ

সবার প্রিয় চা—
চা ভাণ্ডার
রঘুনাথগঞ্জ সদরঘাট
ফোন—১৬

যৌতুকে V I P
সকল অনুষ্ঠানে V I P
ভ্রমণের সাথী V I P
এর জুড়ি কি আর আছে !
সংগ্রহ করতে চলে আসুন দুলুর দোকানের
V I P সেন্টারে
এজেন্ট
প্রভাত ষ্টোর (দুলুর দোকান)
রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ

বসন্ত মালতী

রূপ প্রসাধনে অপরিহার্য

সি, কে, সেন এ্যাণ্ড কোং
লিমিটেড

কলিকাতা ॥ নিউ দিল্লী

সাহা ক্যাটারার
(বিয়ে বাড়ী ও ক্যাটারিং)
এ শহরে সর্বপ্রথম বিবাহ ও আপনার যাবতীয় অনুষ্ঠানে শহরের উপকণ্ঠে বাড়ী ও ক্যাটারিং এর সুব্যবস্থা করা হয়েছে
(অল্প খরচে রুচিসম্মত খাদ্য ও বাড়ী ভাড়ার সুযোগ নিন।
যোগাযোগ স্থান : শ্রীহরিপ্রসাদ সাহা, ম্যাকেঞ্জি মাঠের সম্মুখে ও পণ্ডিত ষ্টেশনার্স, রঘুনাথগঞ্জ।

বিজ্ঞাপ্তি

এতদ্দ্বারা সর্বসাধারণকে জানাইতেছি যে, ইং ১২-২-৮৬ তারিখের "জঙ্গিপুর সংবাদ" সাপ্তাহিক সংবাদ পত্রিকায় ৩য় পৃষ্ঠায় বিজ্ঞপ্তি আকারে যে সংবাদ ছাপানো হইয়াছে তাহার বিবরণ সত্য নহে। গোফুরপুর বরজের হাজী আঃ মজিদ, হাজী আয়ুব হোসেন ও নুরুল ইসলাম যৌথভাবে কাপড়ের ব্যবসা চালাইয়া আসিতেছিলেন, কিন্তু তাহাদের উক্ত ব্যবসা সুমীমাংসামূলে পৃথক হইয়া যাওয়ার উক্তি সত্য নহে। গত ইং ৪-২-৮৬ তারিখে সালিশ বিচারের ফলে আখাগুলি যা লটারীর মাধ্যমে উক্ত তিনজনে সর্বসম্মতিক্রমে ব্যবসার ঘর দখল লইয়া নিজ নিজ ব্যবসাদি শুরু করিয়াছি বলিয়া যে বিবরণ ছাপানো হইয়াছে তাহা সঠিক নহে। উক্ত বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত দাগের উপরিস্থিত গৃহের মালিক কেবল উক্ত তিন ব্যক্তি নহেন। তাঁহারা ছাড়া ঐ গৃহাদির অপরাপর মালিকগণের অসাক্ষাতে ও অসম্মতিতে কোন সালিশ মীমাংসা হইতে পারে না। উক্ত বিজ্ঞপ্তিতে যে মূল্য নিরুপণের উল্লেখ করা হইয়াছে তাহা ভিত্তিহীন, অবাস্তব এবং গ্রহণযোগ্য নহে। উক্ত বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত মত কোন সালিশ হইয়া থাকিলেও তাহা সম্পূর্ণ বেআইনী এবং গ্রহণযোগ্য নহে।

রঘুনাথগঞ্জ (পিন—৭৪২২২৫) পণ্ডিত প্রেস হইতে
অনুত্তম পণ্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।